73007 - ভালবাসা দিবস উদযাপন করার বিধান

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ভালবাসা দিবসের বিধান কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

বিশ্ব ভালবাসা দিবস পালন একটি রোমান জাহেলি উৎসব। রোমানরা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পরেও এ দিবস পালনের প্রথা অব্যাহত রাখে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২৭০ খ্রিস্টাব্দে ভ্যালেন্টাইন নামক একজন পাদ্রির মৃত্যুদণ্ডের সাথে এ উৎসবটি সম্পৃক্ত। বিধর্মীরা এখনো এ দিবসটি পালন করে, ব্যভিচার ও অনাচারের মধ্যে তারা এ দিবসটি কাটিয়ে থাকে।

দুই:

কোন মুসলমানের জন্য কাফেরদের কোন উৎসব পালন করা জায়েয নয়। কেননা উৎসব (ঈদ) ধর্মীয় বিষয়। এ ক্ষেত্রে শরয়ি নির্দেশনার এক চুল বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: উৎসব (ঈদ) ধর্মীয় অনুশাসন, ইসলামী আদর্শ ও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “তোমাদের প্রত্যেককে আমি আলাদা শরিয়ত ও মিনহাজ (আদর্শ) দিয়েছি”। তিনি আরও বলেন: “প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে আলাদা শরিয়ত দিয়েছি; যা তারা পালন করে থাকে” যেমন- কিবলা, নামায, রোজা। অতএব, তাদের উৎসব পালন ও তাদের অন্যসব আদর্শ গ্রহণ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ তাদের সকল উৎসবকে গ্রহণ করা কুফরকে গ্রহণ করার নামান্তর। তাদের কিছু কিছু জিনিস গ্রহণ করা কিছু কিছু কুফরকে গ্রহণ করার নামান্তর। বরং উৎসবগুলো প্রত্যেক ধর্মের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং ধর্মীয় আলামতগুলোর মধ্যে অন্যতম। অতএব, এটি গ্রহণ করা মানে কুফরের সবিশেষ অনুশাসন ও সবচেয়ে প্রকাশ্য আলামতের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা। কোন সন্দেহ নেই যে, এ ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ করা মানে কুফরের অনুকরণ করা।

এর সর্বনিম্ন অবস্থা হচ্ছে- গুনাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন: “নিশ্চয় প্রত্যেক কওমের উৎসব রয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের ঈদ বা উৎসব”। এটি যুন্নার (জিম্মিদের বিশেষ পোশাক) বা এ বিজাতিদের বিশেষ

কোন আলামত গ্রহণ করার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট। কেননা এ ধরনের আলামত কোন ধর্মীয় বিষয় নয়; বরং এ পোশাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে- মুমিন ও কাফেরের আলাদা পরিচয় ফুটিয়ে তোলা। পক্ষান্তরে তাদের উৎসব ও উৎসব সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো একান্ত ধর্মীয়; যে ধর্মকে ও ধর্মাবলম্বীকে লানত করা হয়েছে। সুতরাং এ ধরনের ক্ষেত্রে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা আল্লাহর আযাব ও গজব নাযিলের কারণ হতে পারে।[ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম ১/২০৭]

তিনি আরও বলেন: "কোন মুসলমানের জন্য তাদের উৎসবের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কিছুর ক্ষেত্রে সাদৃশ্য গ্রহণ করা জায়েয নয়। যেমন, খাবার দাবার, পোশাকাদি, গোসল, আগুন জ্বালানো অথবা এ উৎসবের কারণে কোন অভ্যাস বা ইবাদত বর্জন করা ইত্যাদি। এবং কোন ভোজানুষ্ঠান করা, উপহার দেওয়া, অথবা এ উৎসব বাস্তবায়নে সহায়ক এমন কিছু বেচাবিক্রি করা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে তাদের উৎসবে শিশুদেরকে খেলতে যেতে দেওয়া এবং সাজসজ্জা প্রকাশ করা জায়েয নয়।

মোদ্দাকথা, বিধর্মীদের উৎসবের নিদর্শন এমন কিছুতে অংশ নেয়া মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়। বরং তাদের উৎসবের দিন মুসলমানদের নিকট অন্য সাধারণ দিনের মতই। মুসলমানেরা এ দিনটিকে কোনভাবে বিশেষত্ব দিবে না।[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/১৯৩)]

হাফেয যাহাবী বলেন: খ্রিস্টানদের উৎসব বা ইহুদিদের উৎসব যেটা তাদের সাথে খাস এমন কোন উৎসবে কোন মুসলমান অংশ গ্রহণ করবে না। যেমনিভাবে কোন মুসলমান তাদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলো ও কিবলাকে গ্রহণ করে না।[তাশাব্বুহুল খাসিস বি আহলিল খামিস, মাজাল্লাতুল হিকমা (৪/১৯৩)]

শাইখুল ইসলাম যে হাদিসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সে হাদিসটি সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন: একবার আবু বকর (রাঃ) আমার ঘরে এলেন। তখন আমার কাছে আনসারদের দুইটি বালিকা ছিল। বুআসের দিন আনসারগণ যে পংক্তিমালা বলেছিল তারা সেগুলো দিয়ে গান গাইছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন: মেয়ে দুইটি গায়িকা ছিল না। তা দেখে আবু বকর (রাঃ) বললেন: রাসূল সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে শয়তানের বীনা! সেদিন ছিল ঈদের দিন। তাঁর কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হে আবু বকর, প্রত্যেক জাতির উৎসব থাকে। এটা আমাদের উৎসবের দিন।

সুনানে আবু দাউদ এ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করলেন তখন মদিনাবাসী বিশেষ দুইটি দিনে খেলাধুলা করত। তখন নবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এ দুইটি দিনের হাকিকত কি? তারা বলল: জাহেলী যুগে আমরা এ দুইটি দিনে খেলাধুলা করতাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এ দুইটি দিনের চেয়ে উত্তম দুইটি দিন দিয়েছেন। ঈদুল আযহা ও ঈদুল

ফতির।" আলবানী হাদসিটকিে সহহি বলছেনে। এটি প্রমাণ করে ঈদ বা উৎসব প্রত্যকে জাতরি একটা স্বতন্ত্র বশৈষ্ট্যি। সুতরাং কোনে জাহলেি উৎসব বা মুশরকিদরে উৎসব পালন করা জায়যে নয়।

ভালবাসা দবিস পালন করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলমেগণ ফতোয়া দয়িছেনে:

১। এ বষিয়ে শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়ছেলি প্রশ্নটি নম্নিরূপ:

-সম্প্রতি ভালবাসা দবিস উদযাপন করার প্রবণতা বস্তিার লাভ করছে; বশিষেতঃ ছাত্রীদরে মাঝে। এটি একটি খ্রস্টিান উৎসব। এ দনিে লাল বশে ধারণ করা হয়। লাল পোশাক ও লাল জুতা পরধিান করা হয়। লাল ফুল বনিমিয় করা হয়। আমরা এ ধরণরে উৎসব পালন করার শরয়ি বধিান জানতে চাই এবং এ ধরণরে বষিয়গুলোর ক্ষত্রেে আপনার পক্ষ থকেে মুসলমানদরে জন্য দকি নর্দিশেনা প্রত্যাশা করছি? আল্লাহ আপনাকে হফোযত করুন।

তনিি উত্তরে বলনে: ভালবাসা দবিস পালন নম্নিোক্ত কারণে জায়যে নয়

এক. এটি একটি বদিআতি উৎসব; শরয়িতে এর কোনে ভত্তিি নইে।

দুই. এটি মানুষকে অবধৈ প্রমে ও ভালবাসার দকিে আহ্বান কর।

তনি. এ ধরনরে উৎসব মানুষরে মনকে সলফে সালহেনিদরে আদর্শরে পরপিন্থী অনর্থক কাজে ব্যতব্যিস্ত রাখে।

সুতরাং এ দনিরে কোনে একটি নদির্শন ফুটয়িে তোলা জায়যে হবে না। সে নদির্শন খাবার-পানীয়, পোশাকাদি, উপহার-উপঢৌকন ইত্যাদি যে কোনে কছিুর সাথে সংশ্লষ্টি হোক না কনে।

মুসলমানরে উচতি তার ধর্মকে নয়িে গর্ববোধ করা। গড্ডালকিা প্রবাহে গা ভাসয়িে না দয়ো। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি তনিি যনে মুসলমি উম্মাহকে প্রকাশ্য ও গোপন সকল ফতিনা থকেে হফোযত করনে এবং তনিি যনে আমাদরে অভভিাবকত্ব গ্রহণ করনে, আমাদরে তাওফকি দান করনে।[শাইখ উছাইমীনরে ফতোয়াসমগ্র (১৬/১৯৯)]

২। ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিকিে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: কছিু কছিু মানুষ প্রতি বছর ঈসায়ী সনরে ১৪ ফব্রেুয়ারি ভালবাসা দবিস (ভ্যালন্টোইনস ড)ে পালন করে থাকে। এ দনিে তারা লাল গোলাপ বনিমিয় কর,ে লাল পোশাক পরধিান কর,ে একে অপরকে শুভচ্ছো বনিমিয় কর।ে কছিু কছিু মষ্টিরি দোকান লাল রঙরে মষ্টিি তরৈী কর,ে এর উপরে 'লাভ চহ্নি' অংকন কর।ে কছিু কছিু দোকান এ দনিরে জন্য তরৈী বশিষে বশিষে সামগ্রীগুলোর বজ্ঞিাপন প্রচার করে থাক।ে সুতরাং নম্নিোক্ত বষিয়ে

আপনাদরে অভমিত কি:

এক: এ দনিটি পালন করার বধিান কি?

দুই: এ দনি উদযাপনকারী দাোকান থকেে কনোকাটা করার বধিান কি?

তনি: এ দনিে যারা উপহার বনিমিয় করে থাকে তাদরে কাছে এসব উপকরণ বকি্রি করার বধিান কি?

উত্তরে তারা বলনে: কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দললি ও সলফে সালহেনিরে ইজমার ভত্তিতিে জানা যায় য,ে ইসলামে ঈদ শুধু দুইটি। ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহা। এ ছাড়া যত উৎসব আছে সে উৎসব কোন ব্যক্তকিন্দে্রকি হোক, দলকন্দে্রকি হোক, কোন ঘটনাকন্দে্রকি হোক অথবা বশিষে কোন ভাবাবগেকন্দে্রকি হোক সগেুলো বদিআত। মুসলমানদরে জন্য সসেব উৎসব পালন করা, তাতে সম্মত দিয়ো, এ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করা অথবা এক্ষত্রেে সহযোগতিা করা নাজায়যে। কারণ এটি আল্লাহ কর্তৃক নর্িধারতি সীমা লঙ্ঘনরে শামলি। যে ব্যক্তি আল্লাহর দয়ো সীমা লঙ্ঘন করে সে নজি আত্মার উপরই জুলুম কর।ে এর সাথে এ উৎসব যদি কাফরেদরে উৎসব হয়ে থাকে তাহলে এটি এক গুনাহর সাথে আরও একটি গুনাহর সম্মলিন। কারণ এ উৎসব পালনরে মধ্যে কাফরেদরে সাথে সাদৃশ্য ও তাদরে সাথে মত্রিতা গ্রহণরে বাস্তবতা পাওয়া যায়। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিাবে তাদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ ও তাদরে মত্রিতা গ্রহণ থকেে নষিধে করছেনে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে সাব্যস্ত হয়ছেে য,ে তনিি বলনে: "যে ব্যক্তি কোন কওমরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদরে দলভুক্ত"। 'বশি্ব ভালবাসা দবিস' সম্পর্কে বলা হয়- এটি পৌত্তলকি ও খ্রস্টিান ধর্মরে উৎসব। সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে বশি্বাসী কোন মুসলমানরে জন্য এ দবিস পালন করা, এটাকে সমর্থন করা অথবা এ উপলক্ষে শুভচ্ছো বনিমিয় করা জায়যে হবে না। বরং মুসলমানরে কর্তব্য হচ্ছ-ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে আহ্বানে সাড়া দয়িে এবং আল্লাহর গজব ও শাস্তরি কারণসমূহ থকেে দূরে থাকার নমিত্তিে এটি বর্জন করা এবং এর থকেে দূরে থাকা। অনুরূপভাবে এ গর্হতি দবিস উদযাপনে কোন ধরনরে সহযোগতিা করা থকেে বঁচেে থাকা। যমেন-পানাহার, বচোবকি্র,ি কনোকাটা, পণ্যপ্রস্তুত, উপহার বনিমিয়, পত্র বনিমিয়, বজ্ঞিাপন প্রদান ইত্যাদি যে কোন প্রকাররে সহযোগতিা হোক না কনে সসেব থকেে বঁচেে থাকা। কারণ এ ধরনরে সহযোগতিা গুনাহর কাজ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে সীমালঙ্ঘনরে ক্ষত্রেে সহযোগতিা করার নামান্তর। আল্লাহ তাআলা বলনে: "সৎকর্ম ও আল্লাহভীততিে একে অন্যরে সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনরে ব্যাপারে একে অন্যরে সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নশ্চিয় আল্লাহ কঠোর শাস্তদিাতা।"[সূরা মায়দিা, আয়াত: ২] একজন মুসলমানরে কর্তব্য হচ্ছ-ে সর্বাবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে থাকা; বশিষেতঃ ফতিনা-ফাসাদরে সময়। মুসলমানরে উচতি যাদরে উপর আল্লাহ লানত পড়ছে,ে যারা পথভ্রষ্ট, যারা পাপাচারী- আল্লাহকে সম্মান করে না, ইসলামরে সম্মান চায় না এ

সকল মানুষের বিভ্রান্তির ব্যাপারে সচেতন থাকা। মুসলমানের দায়িত্ব আল্লাহর কাছে ধর্না দিয়ে তাঁর নিকট হেদায়েতের জন্য ও এর উপর অটল থাকার জন্য প্রার্থনা করা। কারণ আল্লাহ ছাড়া কোন হেদায়েতদাতা নেই, তিনি ছাড়া অটল রাখার কেউ নেই। তিনি পবিত্রময়, তিনিই তাওফিকদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। সমাপ্ত।

৩। শাইখ জিবরীনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল

আমাদের যুবক-যুবতীর মাঝে ভালবাসা দিবস (ভ্যালেন্টাইন ডে) পালনের রেওয়াজ বিস্তার লাভ করছে। ভ্যালেন্টাইন হচ্ছে- একজন পাদ্রির নাম। খ্রিস্টানেরা এ পাদ্রিকে সম্মান করে থাকে এবং প্রতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি তারা এ দিবসটি উদযাপন করে, উপহার-উপঢৌকন ও লাল গোলাপ বিনিময় করে থাকে, লাল রঙের পোশাক পরিধান করে থাকে। এ দিবসটি পালন করার শরয়ি বিধান কী? অথবা এ দিনে উপহার বিনিময় ও আনন্দ প্রকাশ করার বিধান কী?

জবাবে তিনি বলেন:

এক. এ ধরণের বিদআতি উৎসব পালন করা নাজায়েয। এটি নবউদ্ভাবিত বিদআত। শরিয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। এটি আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের বিধানের আওতায় পড়বে যে হাদিসে এসেছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীন বা শরিয়তের মধ্যে এমন কিছু চালু করবে যা এতে নেই সেটি প্রত্যাখ্যাত।”

দুই. এ দিবস পালনের মধ্যে কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ, তারা যে বিষয়কে মর্যাদা দেয় সেটাকে মর্যাদা প্রদান, তাদের উৎসবের প্রতি সম্মান দেখানো এবং ধর্মীয় বিষয়ে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করার অর্থ পাওয়া যায়। হাদিসে এসেছে- “যে ব্যক্তি বিজাতিদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তাদের দলভুক্ত।”

তিন. এ দিবস পালনের মধ্যে অনেক ক্ষতিকর ও গর্হিত বিষয় রয়েছে। যেমন- খেলতামাশা করা, গান করা, বাঁশী বাজানো, গিটার বাজানো, বেপর্দা হওয়া, বেহায়াপনা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, গায়রে মোহরেম পুরুষের সামনে নারীদের প্রদর্শনী ইত্যাদি হারাম কাজ এবং ব্যভিচারের উপকরণ ও সূচনাগুলো এ উৎসবে ঘটে থাকে। এটাকে জায়েয করার যুক্তি হিসেবে চিত্ত বিনোদনের যে কারণ দর্শানো হয় বা রক্ষণশীল থাকার দাবী করা হয় সেটা অমূলক। যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ চায় তার উচিত গুনাহর কাজ ও উপকরণ থেকে দূরে থাকা।

তিনি আরও বলেন:

অতএব, যদি বিক্রেতা জানতে পারে যে, ক্রেতা এ উপঢৌকন ও গোলাপ ফুল কিনে এ দিবস উদযাপন করবে, কাউকে উপহার দিবে অথবা এ দিবসগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে তাহলে ক্রেতার কাছে এগুলো বিক্রি করা নাজায়েয; যাতে করে বিক্রেতা এই বিদআত সম্পাদনকারী ব্যক্তির সাহায্যকারী হিসেবে সাব্যস্ত না হয়। আল্লাহই ভাল জানেন। সমাপ্ত।

আল্লাহই ভাল জানেন।